

## সাধন-ভক্তির প্রাণ

**কৃষ্ণস্মৃতি** । সাধনভক্তির অমুঠানে বিধি ও নিষেধ অনেক আছে । কিন্তু সমস্ত বিধির সার-বিধি একটী—শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি ; আর সমস্ত নিষেধের সার-নিষেধও একটী—শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি । “সততং স্মৰ্তব্যো বিষ্ণুং বিশ্বস্মৰ্তব্যো ন জাতুচিং । সৰ্ব্বৈ বিধিনিষেধাঃ স্ম্য রেতয়োরেব কিস্করাঃ ॥ ভ, র, সি, ১২।৫ ॥” অষ্টাষ্ট সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটী-সার বিধিরই কিস্করতুল্য—তাহাদের অমুপূরক ও পরিপূরক মাত্র । যত কিছু ভজনাঙ্গ বিহিত হইয়াছে, সমস্তের উদ্দেশ্যই শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির ক্ষুরণ ও রক্ষণ । আর যত কিছু নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তের উদ্দেশ্যও শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতিকে দূরে সরাইয়া রাখা—সুতরাং প্রকারান্তরে—শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিকে হৃদয়ে জাগ্রত রাখা । শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই হইল মূল লক্ষ্য—এ কথা স্মরণ রাখিয়াই ভজনাঙ্গের অমুঠান করিতে হইবে । প্রত্যেক ভজনাঙ্গের অমুঠানেই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত রাখিতে হইবে । ইহাই ভজনের মূল-রহস্য । মালা গাঁথিতে হইলে যেমন প্রত্যেকটী মালার ভিতর দিয়াই একই সূত্রে চালাইয়া নিতে হয়, একই সূত্রদ্বারা বিভিন্ন মালা সংবদ্ধ হইয়াই যেমন ব্যবহারোপযোগী মালায় পরিণত হয়—তদ্রূপ, বিভিন্ন ভজনাঙ্গের প্রত্যেকের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হইবে । সূত্রহীন মালা যেমন ব্যবহারের উপযোগী হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিহীন ভজনাঙ্গের অমুঠানও অভীষ্টসিদ্ধির উপযোগী হয় না । শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিই ভজনের প্রাণ, সাধন-ভক্তির প্রাণ ।

**কৃষ্ণস্মৃতির বৈচিত্রী** । এস্থলে সাধারণ ভাবেই—শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির কথা বলা হইল । প্রত্যেক সাধকের শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিই তাঁহার ভাবের বা অভীষ্ট-সেবার অমুকুল হওয়া দরকার । কারণ, “সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে, তাহা, পকাপকমাত্র সে বিচার ॥ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ॥” সুতরাং সাধকের ভাব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিরও অনেক বৈচিত্রী আছে । যিনি মধুর ভাবের সাধক, ভজনকালে তিনি মনে করিবেন—ব্রজে শ্রীশ্রীগুণ-কিশোর সখীমঞ্জরীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ( অথবা অচ্চ কোনও অবস্থায় লীলায় বিলসিত আছেন ), আর সাধক স্বীয় অন্তর্শিচ্ছিত সিদ্ধদেহে সেই স্থানে গুরুরূপা-মঞ্জরীগণের ইঙ্গিতে সাক্ষাদভাবে যুগল-কিশোরের সেবার আনুকূল্য করিতেছেন । ভাগ্যবান ভক্তগণ এইভাবে অষ্টকালীন-লীলারই স্মরণ করিয়া থাকেন । এইরূপই মধুর-ভাবের সাধকের অন্তরঙ্গ-শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি । অচ্চাচ্চ ভাবের সাধকদের স্মৃতিও এইরূপ—সকলেই স্মরণ করিবেন, তাঁহারা নিজ নিজ সিদ্ধদেহে নবদ্বীপে সপরিবার গৌরসুন্দরের এবং ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অভীষ্ট-সেবা করিতেছেন । এইরূপ সাক্ষাৎসেবার প্রবৃত্তিকেই শ্রীজীব-গোস্বামী ভজন-নৈপুণ্য বা আসঙ্গ বলিয়াছেন । এই নৈপুণ্যহীন ( সাক্ষাৎ-সেবার প্রবৃত্তিহীন ) ভজনকে তিনি অনাসঙ্গ-সাধন বলিয়াছেন । অনাসঙ্গ-সাধনে—“বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন । তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ৯।৮।১৫ ॥”

**অনাসঙ্গ ভজন** । ভক্তিরসামৃত-সিদ্ধ বলেন—হরিভক্তি স্তূর্লভ ; এই স্তূর্লভত্ব দ্বিবিধ । প্রথমতঃ—কিছুতেই পাওয়া যায় না, একেবারে অলভ্য ; দ্বিতীয়তঃ—পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সহজে নয় । এই দুই রকম স্তূর্লভতা ভক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা স্মৃতিরাদপি । হরিণাচাশ্চদেয়েতি দ্বিধা সা স্তাৎ স্তূর্লভতা । পৃঃ ১।২২ ॥—অনাসঙ্গ ( সাক্ষাদ্-ভজনে প্রবৃত্তিহীন ) শত সহস্র সাধন দ্বারাও একেবারে অলভ্য ; আর শ্রীহরিকর্তৃক সহসা অদেয়া—এই দুই রকম স্তূর্লভতা ভক্তি ।”

**সাসঙ্গ ভজন** । সাসঙ্গ ( অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তিময় ) ভজনে হরিভক্তি পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা হৃদয়ে থাকে, সে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না । “ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে । তাবৎ ভক্তিঃ স্বথশাত্রু কথমুদয়োত্তবেৎ ॥ ভ, র, সি, ১২।১৫ ॥” শ্রীচরিতামৃতও বলেন—“কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তিমুক্তি দিয়া । কহু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥ ১।৮।১৬ ॥”

শ্রীশ্রীহরিত্তিক্তি-বিনাস বলেন—“ভূতশুদ্ধিঃ বিনা কৰ্ত্তুৰ্জপহোমাদিকাঃ ক্ৰিয়া। ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সৰ্বা যথাবিধিপুণ্যক্ৰিয়াঃ ॥ ৫১৩৪ ॥—জপ-হোমাদি-কৰ্ত্তার জপ-হোমাদি সমস্ত ক্ৰিয়া বিধানানুসারে আচৰিত হইলেও ভূতশুদ্ধি ব্যতীত সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।” ভূতশুদ্ধির প্রকার সম্বন্ধে নানা সম্প্রদায়ে নানা মত প্রচলিত আছে ; শ্রীমন্-মহাপ্রভুর অমুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে শ্রীজীব-গোস্বামিচরণ সন্দর্ভে বলিয়াছেন—পার্ষদ-দেহ-চিন্তনই ভক্তের প্রকৃত ভূতশুদ্ধি। স্বতরাং সাধক নিজ নিজ ভাবানুকূল পার্ষদদেহ ( বা সিদ্ধদেহ ) চিন্তা করিয়া ভজনাস্থের অমুষ্ঠান না করিলে, সেই সমস্ত অমুষ্ঠান যথাবিধি নির্বাহিত হইলেও নিষ্ফল হইবে—তদ্বারা হরিত্তিক্তি লাভ হইবে না। পার্ষদদেহ চিন্তা করিতে গেলেই উপাত্তের সাক্ষাতে উপস্থিতি চিন্তা করিয়া তদীয়-সেবা চিন্তা করিতে হয় ; স্বতরাং ইহাতেই সাক্ষাদ্-ভজনে প্রবৃত্তি স্ফুট হইবে এবং এইরূপ ভজনই সামঙ্গ-ভজন। হরিত্তিক্তি-লাভের পক্ষে ইহা অপরিহার্য।

---